ভূমিকা

আকৃতির পত্র-পত্রিকার সঙ্গে একটা অনুরাগের সংযোগ ছিল। প্রবাসী বাঙালী
হিসেবে বরাক উপত্যকার নবীনচন্দ্র মহাবিদ্যালয়ে গৃহাগারিক পদে যোগদান করার
পরে, বরাক উপত্যকা থেকে প্রকাশিত কিছু কিছু সাময়িক পত্র-পত্রিকার সঙ্গে সংযোগ
ঘটে। গৃহাগার ও তথ্যবিজ্ঞান এবং বাংলা বিভাগ থেকে শাক্তকোত্তর উপাধি পাবার
পর যখন আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা করার সুযোগ এলো, তখন বরাক উপত্যকার
পত্র-পত্রিকার নিয়ে কাজ করবার বিষয়টি গুরুত্বহূনকরে চিন্তা করলাম। গবেষণা সম্পর্কের
প্রথমেই স্থান পেয়েছে বরাক উপত্যকার সামগ্রিক একটি পরিচয় যাতে পত্র-পত্রিকা
প্রকাশিত হবার বাতাসবর এবং গুরুত্ব যথার্থভাবে অনুধাবন করা যায়।

সাময়িক পত্রিকা বিশেষভাবে সেই জনগোষ্ঠীর সক্রিয়তা থেকে উদ্ভূত হয়
বাদের আছে বর্ষামালার সঙ্গে সম্বন্ধ পরিচয়। সেকারণে একটি অঞ্চলের শিক্ষিত
মানুষেরা, সাক্ষর মানুষেরা তাদের সমকালে সমাজ ও সংস্কৃতিকে কীভাবে দেখেন
তারই ছবি যুক্ত ওঠে সাময়িক পত্র।

যে কোনো দেশের ইতিহাস অনুসারে করলে দেখা যায়, যখনই দেশবাসী চিহ্ন,
মুক্তি, মননশীলতার ক্ষেত্রে যাবল্যী হয়ে উঠেছে তখনই সেখানে সাময়িক পত্র দেখা
দিয়েছে। একটি সমাজের প্রাতাপিক চলতার চিত্র প্রতিটিতে হয় সাময়িক পত্রের
পৃষ্ঠায়। বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসের দলিল হয়ে আছে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদ
প্রভাকর, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সেস্ট্রাক্ষাস, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের হিন্দু পেট্রিয়ল,
কেশবচন্দ্র সেনের সূলভ সমাচার, প্যারিচাদ সরকারের এডুকেশন গেজেট, দ্বারকানাথ
গোস্বামীর অবলা বাণী, বক্তিরচনা চতুর্পাধ্যায়ের বন্ধ-দর্শন ইত্যাদি সাময়িক
পত্রে। এই সব পত্রিকা কেবলমাত্র শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বাংলার
এই মনীষীরা তৎকালে সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের জন্য, নারী ও শিশুদের জন্য
গতিরভাবে দেখেছিলেন তাদের সম্পদকৃত রূপায় এবং পত্রিকায় প্রকাশিত অনুন্নত কোনো
নবজাগরণ ভারতের মননশীল নবীন রূপ উদ্ভাসিত হয়েছিল যেই সমস্ত পত্রিকার পৃষ্ঠায়।

১
যে কোনো অঞ্চলের পত্র-পত্রিকার সমীক্ষায় এই বিষয়টি কিছু নির্দিষ্টভাবে
ভেসে ওঠে। বর্তমান উপত্যকার পত্র-পত্রিকাও তার বাতিক্ষম নয়। বর্তমান উপত্যকার
পত্র-পত্রিকার ইতিহাস দেড়শো বছরের পুরোনো। এই সময়টিতে আমি সমন্দরের
আলোচনায় ধররাচর চেষ্টা করেছি।

বিভিন্ন সৃষ্টি থেকে আমি তথ্য সংগ্রহ করেছি। তার মধ্যে আছে পূর্বে রচিত কিছু
প্রবন্ধ, বর্তমান উপত্যকার বিভিন্ন গ্রন্থাগার এবং বহু জনের বাণিজ্যক সংগ্রহ।

এই ধরনের সমন্দরের ভিত্তি হয় বিশেষভাবে সমকালীন তথ্যের উপর। আমার
কাজের সময়সীমা স্থায়ীতা পূর্ব সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত। এই সময়সীমার
মধ্যে যাতে গেছে অনেক পরিবর্তন। কোন কোন পত্রিকার সম্পাদকের পরিবর্তন
ঘটেছে, কোন পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেছে, আবার কোন পত্রিকা নবপর্যায়ে প্রকাশিত
হয়েছে। কোন কোন পত্রিকার পর্যবেক্ষণের সুস্পষ্ট কোন উল্লেখ নেই। এজাতীয় অসম্পূর্ণতাএ
অতিক্ষম করা সম্ভব নয়। গবেষণা সমন্দরটিতে স্থায়ীতা পূর্ব সময় থেকে বর্তমান
সময়সীমা পর্যন্ত বর্তমান উপত্যকার সামাজিক পত্রিকার পরিচিতি হিসেবেই দেখা যেতে পারে।

প্রতিটি পত্রিকার ক্ষেত্রে প্রথমেই পত্রিকার নাম এবং যে সমস্ত সাময়িক পত্রের
প্রকাশকাল পাওয়া গেছে তা বর্তমান মধ্যে উল্লেখ করেছি। পত্রিকার বর্তমানের
স্থির অর্থাৎ লুপ্ত না চলছে তারও উল্লেখ করেছি। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের নিয়মানুযায়ী ডিউই
ব্যক্তিকরণের উদ্বন্ধশতম সংশ্রমুণ্মায়ি পত্রিকার বল্কির সংখ্যার নিঃফল
করেছি। বর্তমান উপত্যকা থেকে প্রকাশিত বেশির ভাগ সাময়িকীর যেহেতু সাহিত্য
বিষয়ক তাই সাহিত্যের বল্কির সংখ্যার প্রাধান্য পেয়েছে এবং সেইহেতু শুধুমাত্র
বাংলা সাহিত্যের বল্কির সংখ্যার নির্দেশিত একটি উপাদান তুলে ধরায় চেষ্টা করেছি।
যেমন বাংলা সাহিত্যের সংখ্যা -৫০১.৪৪ এর সমূহে ১ যোগ করলে বাংলা কবিতা, ২
যোগ করলে বাংলা নাটক, ৩ যোগ করলে বাংলা উপন্যাস, ৩০১ যোগ করলে বাংলা
ছোট গল্প, ৪ যোগ করলে বাংলা প্রবন্ধ, ৮ যোগ করলে বাংলা বিবিধ সাহিত্য। বাংলা
সাহিত্য, কবিতা, নাটক, উপন্যাস এর সংখ্যার সমূহে সাময়িকীর সংখ্যা -৫ যোগ
করলে পাওয়া যাবে বাংলা সাহিত্য সাময়িকী, বাংলা কবিতা সাময়িকী, বাংলা নাটক

২
সাময়িকী, বাংলা উপন্যাস সাময়িকী, ছোটগল্প সাময়িকী এবং বাংলা বিবিধ সাহিত্য সাময়িকী। সুতরাং বাংলা সাহিত্য সাময়িকীর সংখ্যা হল ৮৯১.৪৪০৫। সাময়িক পত্রিকাটি দৈনিক, সাপ্তাহিক, পার্শ্বিক, মাসিক, বিমাসিক, তৃতৈমাসিক, মাঘামাসিক না বার্ষিক, পর্যাবৃত্তি হিসেবে তার উল্লেখ করেছি এবং যে সব পত্রিকায় পর্যাবৃত্তির পরিসরের কোন উল্লেখ নেই সেইসব পত্রিকার পর্যাবৃত্তি অনিবৃধি বলে উল্লেখ করেছি। সাময়িক পত্রিকার প্রকৃতি অর্থাৎ সাহিত্য, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, সাময়িকী ইত্যাদি উল্লেখ করেছি।

বর্তমান উপমায় কবি, সাহিত্যিক, গল্প ও প্রবন্ধকাররা সাময়িক পত্র-পত্রিকার মাধ্যমেই তাদের সাহিত্য কর্মের ধারাকে বহন করে চলেছেন। তাদের চিত্রগৃহীত সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকায় যা বর্তমান উপমায় বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে অর্থাৎ সম্পদ হিসেবেই পরিচিত।

বর্তমান উপমায় থেকে এই অঞ্চলের কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটগল্প, লোক-সংস্কৃতি নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন সাহিত্য সম্পদ। পত্র-পত্রিকা এবং সাময়িক সংবাদপত্র। কারণ প্রথম তারা অনেকেই প্রকাশিত হয়ে আছে অনেকেই, কেউ কেউ অভিজ্ঞ বড় রেসেবার মাত্র। নতুন পত্র-মানুষ পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে চলেছে প্রতিনিয়ত। এই পত্র-পত্রিকাগুলো বর্তমান উপমায় সাহিত্য, সংস্কৃতি কৃষি, শিল্প, রাজনীতি, ও অর্থনীতি প্রধান ধারক ও বাহ্য। প্রতিটি বর্তমান উপমায় ইতিহাস চর্চায়। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি কৃষি, শিল্প, রাজনীতি, ও অর্থনীতি চর্চায় এইসব পত্র-পত্রিকার সংরক্ষণ একাত্ত জরুরি। এই সংরক্ষণের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে একমাত্র গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগার ও তথ্য ধর্ম।

বর্তমান উপমায় প্রকাশিত সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলো থেকে তাদের বিষয়, প্রকৃতি, প্রবণতা, তাদের সাময়িক প্রক্ষালন ও সেইসব গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের সহায়তায় তাদের যথাসাবধান সংরক্ষণের বিষয়ে গবেষণা সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

৩